দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

টাকার বিনিময়ে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি

সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং টাকা প্রদান করিলেই পাওয়া যায় উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি। ব্যাচেলর, মাস্টার্স হইতে শুরু করিয়া এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত পাওয়া যায়। শিক্ষা লইয়া এই ধরনের প্রতারণা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মোটেও স্বস্তিকর বিষয় নহে। কারিকুলাম না মানিয়া, ক্লাস পরীক্ষা এবং গবেষণার তোয়াক্কা না করিয়া এই ধরনের ডিগ্রি প্রদান—কখনোই একজন শিক্ষার্থীকে উহার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে না। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ডিগ্রি কেবল ডিগ্রির সংখ্যাই বৃদ্ধি করে, কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করে না কোনোভাবেই। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে ডিগ্রি গ্রহণকারীর ভাবমূর্তিকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করে। নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, নামসর্বস্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি বিক্রয় করিতেছে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো স্থায়ী ক্যাম্পাস বা সরকারি অনুমোদন কোনোটাই নাই। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের কার্যক্রম, ডিগ্রি এবং কারিকুলাম সংক্রান্ত কোনো সন্তোষজনক কাগজপত্রও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে প্রদান করিতে পারে নাই।

অধিকন্তু তাহারা জাতিসংঘসহ বিশ্বের অনেক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানকেও নিজেদের সহিত জড়াইয়া বিভিন্ন প্রচারণা চালাইতেছে। তাহাদের ওয়েবসাইটেও বাংলাদেশ সরকারের লোগোর পাশাপাশি উপরে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের লোগো ব্যবহার করা হইতেছে। এইসব প্রতারণার ফাঁদে পা ফেলিয়া অনেকে আবার তথাকথিত এইসব উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি ক্রয় করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের ভাষ্যমতে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া ঢাকা শহরে তথাকথিত এইরকম আরো কিছু বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচডিসহ তথাকথিত বিভিন্ন ডিগ্রি বিক্রয় করিতেছে। সরকারি অনুমোদন না থাকায় কমিশন তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিতেছে না। শিক্ষার নামে এই ধরনের প্রতারণা বন্ধ করিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবিলম্বেই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে বিশেষ টাস্কফোর্সও গঠন করা যাইতে পারে। এইসব প্রতিষ্ঠানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তির আওতাভুক্ত করিতে হইবে। ভবিষ্যতেও যাহাতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আর না খুলিতে পারে এই ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

দক্ষ মানব সম্পদ গড়িয়া তুলিতে এবং প্রকৃত শিক্ষা নিশ্চিত করিতে—বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসারে পাঠদান চলিতেছে কিনা, এই ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারী আবশ্যক। শিক্ষার মতো সংবেদনশীল একটি বিষয়কে পুঁজি করিয়া কোনো প্রকার প্রতারণা কাম্য নহে।